সংবাদ

তারিখ ... 28 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

তাপদাহে অসুস্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

কোন অভিভাবক শিক্ষক গরমের কথা জানায়নি : শিক্ষামন্ত্রী

স্কুল ছুটি দেয়ার পরিকল্পনা নেই

— মাউশি পরিচালক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সাদিয়া ইসলাম প্রভা। গতকাল তীব্র গরমে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েই অচেতন হয়ে পড়ে, বমি করতে থাকে। সে রাজধানীর মিরপুর পুলিশ স্মৃতি স্কুলের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। পরে তাকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। মিরপুর সিদ্ধান্ত হাইস্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আব্দুল আজিজ স্কুলে ফোন করে জানায়, 'অসহনীয় গরমে তার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শারীরিক অবস্থা খারাপ। সে আজ পরীক্ষা দিতে পারবে না।'

মিরপুর সিদ্ধান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম রনি সংবাদকে বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের পূর্বনির্ধারিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই সময়ে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা নিতে বাধ্য আমরা। কিন্তু গরমে পরীক্ষায় বসতে গিয়ে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ছে শিশুরা। প্রায় প্রতিদিনই ৪/৫ জন ছাত্রছাত্রীর অসুস্থতার খবর পাচ্ছি। অভিভাবকরা পরীক্ষা কিছুদিন পিছিয়ে নেয়ার দাবি জানাচ্ছেন। আমরাও মনে করি গরমের কারণে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কিছুদিন এগিয়ে আনা উচিৎ।'

তীব্র গরমে পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পরছে শিশুরা। পরীক্ষা কেন্দ্রে জ্ঞান হারাচ্ছে, বমি করছে, সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু শিক্ষার্থীরা। এজন্য গ্রীষ্মকালের ছুটি এগিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আগামী ১৪ মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মকালের ছুটি হবে, শেষ হবে ২৬ পর্যন্ত।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে বলেন, 'গরম যে একটু বেশি সেটা আমরাও বুঝতে পারছি। কিন্তু গরমের জন্য পরীক্ষা দিতে সমস্যা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি।'

এদিকে তীব্র গরমেই শিশুদের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা নিচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এতে কেন্দ্রে বসেই হাঁসফাঁস খাচ্ছে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা। ঢাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ২৩ এপ্রিল শুরু হয়েছে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা। এ পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ৩০ এপ্রিল। এরপর ২০ মে থেকে ২৭ মে পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটি থাকবে।

অসহনীয় গরমের মধ্যে শিশুদের দুর্ভোগে ফেলে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে কেন এবং এতে শিশু শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহিন আরা বেগম সংবাদকে বলেন, 'গরমে কিছুটা সমস্যা সবারই হচ্ছে। এরপরও আমরা পরীক্ষা সূচি অনুযায়ী নিচ্ছি। কারণ এখন পর্যন্ত গরমে কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছে, এমন খবর আমার কাছে আসেনি।'

ঢাকার ৯০টি ওয়ার্ডে ৩৪৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। আর ঢাকায় নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে পাঁচ শতাধিক। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই এখন চলছে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা।

ঢাকা আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, চুয়াডাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা

অসুস্থ হচ্ছে : পৃষ্ঠা : ১৮ ক : ১

অসুস্থ হচ্ছে : শিক্ষার্থীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকলেও গরমের উত্তাপ বেশি ঢাকায়। কারণ এখানে সবুজ গাছ-গাছালি কম, কার্বনের পরিমাণ বেশি। এছাড়া রাজধানীতে ধুলাবালি বেশি উড়ায় বায়ু দূষণ হচ্ছে, হাজার হাজার ফিটনেসবিহীন গাড়ির কালো ধোঁয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে।

অসহনীয় গরমের কারণে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা পিছিয়ে নেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন সংবাদকে বলেন, 'তীব্র গরমে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে কিছুটা সমস্যা হলেও এই সময়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটি এগিয়ে আনার কোন পরিকল্পনা নেই। তবে যদি গরমের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়, সেক্ষেত্রে সরকার এটা বিবেচনা করতে দেখতে পারে।'

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের দুজন শিক্ষক সংবাদকে জানান, 'আগে একসঙ্গে ৫০/৬০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হতো। এ বছর শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়নি। কিন্তু প্রতিকক্ষেই ১৫/২০ জন শিক্ষার্থী বেড়েছে। এর ফলে তীব্র গরমে শিশুরা অসুস্থ হচ্ছে, মাথা ঘুরে পরে যাচ্ছে, বমি করছে। এতে শিক্ষার্থীদের স্কুলে রাখতে আমরাও হিমশিম খাচ্ছি।'

এদিকে সিলেট জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. জাহাঙ্গীর সংবাদকে জানান, 'এখানে তেমন গরম নেই। দিনে দু'তিনবার বৃষ্টি, ঝড় হচ্ছে।'

রেকর্ড তাপমাত্রা

গত ১০ মাসের গড় তাপমাত্রা ৩৭ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। জলবায়ু পরিবর্তন ও এল নিনোর প্রভাবে বহমান তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা আবহাওয়াবিদদের। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় হিটস্ট্রোকসহ নানা ধরনের রোগ যেমন বাড়ে, তেমনি মানুষের কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা কমে যাওয়ার কথা বলছেন চিকিৎসকরা। তাপমাত্রা বেশি হওয়ার কারণে ইকোলজিক্যাল সমস্যার সৃষ্টি হয়ে মাছ, ঘাস ও কৃষির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা।